

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

ফাজায়েল ও মাসায়েলে রমজান

মুফতি আজম

মাওলানা মুফতি নূর আহমাদ দামাত বারাকাতুল্হম
বিশিষ্ট উস্তাদ : ফতোয়া, তাফসির ও হাদিস বিভাগ
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।



ফাজায়েল ও মাসায়েলে রমজান

আল্লামা মুফতি নূর আহমাদ

বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং

ইত্তিহাদ মুদ্রণ : মার্চ ২০২২

ইত্তিহাদ সংস্করণ : মার্চ ২০২৩

প্রচ্ছদ : হাসেম আলী

অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

স্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ১০০ (একশত টাকা) মাত্র

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০

০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪

Email: ettihadpub@gmail.com

www.facebook.com/Ettihadpublication

শুকরিয়া জ্ঞাপন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

‘ফাজায়েল ও মাসায়েলে রমজান’ নামক রিসালাটি মুজাদ্দিদে মিল্লাত হামিউস সুন্নাহ মুফতিয়ে আজম মাওলানা মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ.-এর আদেশক্রমে প্রথমে আরবিভাষায় তারপর উর্দু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছি। তার রুহানি দোয়ার বদৌলতে রিসালাটি সর্বত্র মকবুল ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অতঃপর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গের বারবার তাগাদার কারণে উর্দু থেকে বঙ্গানুবাদ করা হলো। যার মাধ্যমে সর্বস্তরের মুসলমানগণ তা থেকে উপকৃত হতে পারবে বলে আশা করি। বইটি প্রথমে স্নেহের পাত্র মাওলানা শামসুদ্দিন কুষ্টিয়াবির দ্বারা অনুবাদ করানো হয়। তারপর সংগৃহীত কবির কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্নেহের পাত্র মুফতি সাইয়েদুল ইসলাম যশোরির দ্বারা বঙ্গানুবাদ করানো হয়েছে। তারপরও কিছু জায়গা সংশোধন ও সংযোজন করার প্রয়োজনবোধ করি বিধায় শ্রদ্ধেয় মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদ আবু জাফর সাদেক সাহেব (ইমাম, জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ, চট্টগ্রাম) এবং স্নেহাশিস মাওলানা মুফতি ইউসুফ ফেনবির সংশোধন ও সংযোজনের দ্বারা কাজটি সমাধা করানো হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমিন। উর্দু ভাষা হতে বঙ্গানুবাদ হওয়ার কারণে বাংলা সাহিত্যের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। আর মানুষও ভুলের উর্ধ্বে নয়; ভুলক্রটি হওয়াই স্বাভাবিক বিধায় নির্ভরযোগ্য ভুল-ভ্রান্তি লেখককে অবগত করে দ্বিতীয়বার নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার সুযোগদানে বাধিত করবেন। আলহামদুলিল্লাহ, ওই সকল দেশি-বিদেশি ব্যক্তিবর্গের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা বইটি প্রকাশের মতো উত্তম কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে মাওলানা হাফেজ আবু বকর সাহেব মাদার্সাহির বহু দুঃখ-কষ্ট ও শুভ চেষ্টা পরিশ্রমের দ্বারা প্রকাশনার ব্যবস্থা করার সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার আমলগুলো এবং যারা এই পুস্তিকাটি প্রকাশনা ও প্রচার-প্রসারের কাজে জড়িত, তাদের আমলগুলো কবুল করে উভয়ের দীন ও দুনিয়ার উন্নতি সাধন করুক। (আমিন)

নূর আহমাদ

দারুল উলূম মুস্টনুল ইসলাম

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

৯ই শাবান, ১৪২০ হিজরি



মুজাদ্দিদে মিল্লাত, মুহিউসসুন্নাহ, কামিয়ে বিদআত,
মুফতিয়ে আজম মাওলানা ফয়জুল্লাহ সাহেব রহ.-এর

অভিমত

মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরুদ ও সালাম পাঠান্তে মাশাআল্লাহ স্নেহাস্পদ মৌলবি নূর আহমদ কর্তৃক সংকলিত 'ফাজায়েল ও মাসায়েলে রমজান' বইটি অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। রমজানবিষয়ক সমস্ত মাসআলার সমারোহ। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে বইটি অদ্বিতীয়। দোয়া করি আল্লাহপাক বইটি কবুল করেন এবং স্বীয় বান্দাদের এর দ্বারা উপকৃত করেন। সংকলককে উত্তম প্রতিদান ও আজীবন দীনি খেদমতে ব্যস্ত থাকার তাওফিক দান করুন।

আহকার ফয়জুল্লাহ (আফাল্লাহু আনহু)
৪ঠা রমজান, ১৩৯৪ হিজরি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।



বাকিয়াতুস সালাফ হুজ্জাতুল খালাফ মুফতিয়ে আজম
মাওলানা আহমাদুল হক রহ.
মুফতিয়ে আজম দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী-এর

অভিমত

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য এবং দরুদ ও সালাম তার মনোনীত বান্দাগণের ওপর বিশেষ করে আখেরি নবী হজরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার আহল আসহাব ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত তার সমস্ত অনুসারী উম্মতগণের ওপর।

আমি মৌলবি মুফতি নূর আহমাদ সাহেব (জিদামাজাদুহুম) কর্তৃক সংকলিত 'ফাজায়েল ও মাসায়েলে রমজান' বইটির বেশকিছু অধ্যায় পাঠ করেছি। বাস্তবিক অর্থে মাসআলাগুলো প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে। দোয়া করি আল্লাহপাক সংকলককে উত্তম প্রতিদান ও সকল মুসলমানকে পূর্ণ উপকৃত করেন।

বিনীত

আহমাদুল হক (আফাল্লাহু আনহু)
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী
১৪ই রবিউস সানি, ১৪০৪ হিজরি।



ফজিলাতুশ শাইখ

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুর রহমান সাহেব রহ.

সাবেক মুহাদ্দিস : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া,
বর্তমান প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক : ইসলামি রিসার্চ সেন্টার,
বসুন্ধরা ঢাকা-এর

অভিमत

জনাব মুহতারাম ও মুকাররম, মাওলানা মুফতি নূর আহমদ
সাহেব (জিদামাজদুলুম)

বাদ সালামে মাসনুন

এ অধমের জন্য আপনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং
ফাজায়েল ও মাসায়েলে রমজানের এক কপি হাদিয়া
প্রেরণপূর্বক স্মরণ করেছেন, তার জন্য আন্তরিকভাবে শুকরিয়া
জ্ঞাপন করছি। বইটি হস্তগত হওয়ার সময় অত্যন্ত ব্যস্ততা ও
বিভিন্ন কাজে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও মনোযোগ সহকারে পাঠ
করেছি। আল্লাহপাক আপনাকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম
প্রতিদান দান করুন। বইটি অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। আল্লাহ
তয়ালা এর দ্বারা আমাদের সকলকে উপকৃত করুন এবং
আপনাকে দীনি খেদমতের অধিক তাওফিক দান করুন।

নিবেদক

আহকার আবদুর রহমান (উফিয়া আনছ)

সাবেক মুহাদ্দিস, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া
বর্তমান প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ইসলামি রিসার্চ সেন্টার
বসুন্ধরা, ঢাকা।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

চিরাচরিত নিয়ম হিসেবে দুনিয়ার উন্নতি এবং সুখ-শান্তির সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের অভিপ্রায়ে প্রত্যেক দেশে হাট-বাজার বা ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কোথাও সকাল-সন্ধ্যায় এবং কোথাও সপ্তাহে বা মাসে, আবার কোথাও বছরে একবার খোলা হয়। সময়ের ব্যবধান ও দুর্লভ সামগ্রীর পসরা জমার কারণে বার্ষিক হাটবাজারগুলো অত্যন্ত উন্নতমানের ও জাঁকজমকের হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে পরকালের উন্নতি এবং সুখ-শান্তির সাজসরঞ্জাম সঞ্চয় করার জন্য আল্লাহপাক মুসলমানদের পরকালের ব্যবসাপ্রণালী সকাল-সন্ধ্যা, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিকভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মাসিক বা বাৎসরিকভাবে রমজান মাস ইত্যাদিকে আজিমুশশান বাজার হিসেবে নির্ধারণ করে এর মর্যাদা ও ফজিলতকে আল্লাহ পাক অতীব গুরুত্ববহ করেছেন।

সত্যিকারভাবে যারা এই নির্ধারিত সময়গুলোকে বিশেষ করে রমজান মাসকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে রোজার সমস্ত হুকুম-আহকাম পালন করে, সত্যিকারার্থে ভাগ্যবান তারা। তারা দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি লাভকারী। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যখন (কেউ) জুমার দিন জুমার সকল হক এবং বিধান পালন করে সে অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং দুনিয়া-আখেরাতের শান্তি ও স্থিতিশীলতার অধিকারী।' অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا سَلِمَتِ الْجُمُعَةُ سَلِمَتِ الْآيَامُ وَإِذَا سَلِمَتِ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ كُلُّهَا. (در منثور)

'যখন জুমার দিন (জুমার সমস্ত হক পালন করে) নিরাপদে অতিবাহিত হয়, তখন বুঝে নেবে যে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোও নিরাপদে থাকবে। আর যখন রমজান মাস নিরাপদে অতিবাহিত হবে, তখন মনে রেখো বাকি বছরটিও নিরাপদে অতিবাহিত হবে।' (দুররে মনছুর)

মোটকথা, আয়াতে কুরআন-হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রমজান মাস, রোজা এবং রাত্রিজাগরণ (তারাবিহ, তেলাওয়াত ইত্যাদি) সম্পর্কে অসংখ্য ফজিলত ও মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। যার বিস্তারিত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কিন্তু মাহে রমজান, রোজা ও তারাবিহর যে সমস্ত আদব, শর্ত ও আহকাম রয়েছে ওইগুলো সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হয়ে সেই অনুযায়ী আমল করতে না পারলে গুনাহ অনিবার্য এবং নেকি বরবাদির কারণ হবে। এজন্য স্বীয় মুরক্বিবগণ বিশেষ করে আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ উস্তাজুল আসাতিজা মুজাদ্দিদে মিল্লাত মুহিউসসুন্বাহ মুসলিহে উম্মাহ মুফতিয়ে আজম মাওলানা মুফতি ফয়জুল্লাহ সাহেব রহ.-এর আদেশক্রমে মাহে রমজান, রোজা ও তৎসম্পর্কীয় আহকাম আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ করে তার সামনে পেশ করি। তিনি পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এ সম্পর্কে আরও কিছু মাসায়েল বৃদ্ধি করার আদেশ প্রদান করেন। তার আদেশক্রমে আরও কিছু মাসায়েল সংযুক্ত করে উর্দু ভাষায় বইটি প্রকাশ করি। অতঃপর মুসলমান ভাইদের ব্যাপক উপকারার্থে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা বিধায় এটি বাংলাভাষায় প্রকাশ করা হলো। আমার সাধ্যানুযায়ী পূর্ণ তাহকিকের সাথে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করেছি। তবু মানুষ হিসাবে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই কোনো বিষয়ে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে নিজস্ব তাহকিকের ওপর আমল করবেন এবং দলিল সহকারে অধমকে অবগত করে কৃতজ্ঞায় আবদ্ধ করবেন। আল্লাহপাক লেখক, অনুবাদক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং আজীবন দীনি খেদমতে নিয়োজিত রাখুন। এবং সকল মুসলমানকে এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত করুন।

বিনীত
নূর আহমাদ (আফাল্লাহ আনহু)
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।



সূচিপত্র

রোজার ইতিহাস ও তাৎপর্য.....	১৫
পবিত্র রমজান মাসে রোজা ও তারাবিহর ফজিলত.....	২১
ইতেকাফের ফজিলত.....	২৪
শবে কদরের ফজিলত.....	২৪
নফল ছয় রোজার ফজিলত.....	২৪
জিলহজের রোজা.....	২৫
আশুরার রোজা.....	২৫
শবে বরাতের রোজার ফজিলত.....	২৬
আইয়ামে বিজের রোজা.....	২৭
চাঁদ দেখার বিবরণ.....	২৭
রমজানের রোজার হুকুম.....	৩১
রোজার পরিচয়.....	৩১
রোজার জন্য নিয়তের প্রয়োজনীয়তা.....	৩১
কাজা রোজার নিয়ত.....	৩৩
সাহরি খাওয়ার বিবরণ.....	৩৪
ইফতারের বিবরণ.....	৩৫
রোজার মুস্তাহাব.....	৩৭
রোজার মাকরুহ.....	৩৮
যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না.....	৩৮
যেসব কারণে কাজা ওয়াজিব হয়.....	৪০
যেসকল অবস্থায় কাজা-কাফফারা উভয় ওয়াজিব.....	৪২
কাফফারার বিবরণ.....	৪২
যেসকল কারণে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ.....	৪৩

যেসব অবস্থায় রোজা না রাখার অনুমতি আছে.....	৪৪
যেসকল অবস্থায় রোজা রাখা জায়েজ নয়.....	৪৬
তারাবিহ ও খতমে কুরআন.....	৪৮
ইতেকাফের বয়ান.....	৫৩
ইতেকাফ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি.....	৫৪
ইতেকাফের উপকারিতা.....	৫৫
ইতেকাফের মুস্তাহাব.....	৫৫
ইতেকাফের প্রকারভেদ.....	৫৫
চল্লিশ দিনব্যাপী ইতেকাফ.....	৫৬
ইতেকাফের মাকরুহ.....	৫৭
যেসব কারণে ইতেকাফ ভঙ্গ হয়.....	৫৭
ইতেকাফের কাজা.....	৫৯
শবে কদরের বর্ণনা.....	৬২
আখেরি জুমা ও বিদায়ি খুতবা.....	৬৬
ঈদের রাত.....	৬৭
ঈদের দিন.....	৬৭
ঈদুল ফিতরের সুন্নাত.....	৬৯
ঈদের নামাজ.....	৬৯
ঈদুল ফিতরের নামাজের নিয়ম.....	৭০
সদকায়ে ফিতরের বিবরণ.....	৭৩
ফিতরার পরিমাণ.....	৭৪
ছয় রোজার আহকাম.....	৭৬



রোজার ইতিহাস ও তাৎপর্য

রোজার হুকুম কেবল উম্মতে মুহাম্মাদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য নয়; বরং পূর্ববর্তী সকল উম্মতের ওপরও রোজার হুকুম ছিল। যেমন, কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٠٠﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর (সীমিত কিছুদিনের) রোজা ফরজ করা হয়েছে, যে রূপ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপরও ফরজ করা হয়েছিল; যেন তোমরা (রোজার দ্বারা ক্রমাশয়ে) পরহেজগার হয়ে যাও। (কেননা রোজা রাখার ফলে নফসকে তার বিভিন্নমুখী প্রবণতা থেকে সংযত রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে আর এটাই (অর্থাৎ অভ্যাসের দৃঢ়তা) হবে পরহেজগারির ভিত্তি। তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ বা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে এবং যে ব্যক্তি রোজা রাখার ক্ষমতা রাখে (কিন্তু অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয়) তার ওপর ‘ফিদিয়া’ (বদলা) ওয়াজিব, তা হলো একজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো (এ হুকুমটি পরে রহিত হয়ে যায়)। যে ব্যক্তি খুশির সাথে সংকর্ম করে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর তোমাদের রোজা রাখা অনেক বেশি কল্যাণকর, যদি তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো।’^১

ব্যখ্যা : ঈমানের চাহিদা হলো ধর্মপথের ডাকাত নফসে আন্মারাকে দমন করার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং রুহকে জীবিত ও পবিত্র রাখার চেষ্টা করা, এ উদ্দেশ্যেই মুমিনের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যার অর্থ, সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত

^১ সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৪

পর্যন্ত আহার, পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা। স্ত্রীলোকের জন্য হায়েজ, নেফাস থেকে পাক হওয়ারও শর্ত করা হয়েছে।

যেহেতু নফস এসব জিনিসের প্রতি আগ্রহান্বিত ও উৎসাহিত থাকে, সুতরাং ওইসকল কাজ বর্জনের দ্বারা কুপ্রবৃত্তি দমন করতে হবে। রুহ (আত্মা) এতে সজীব হবে। নফসকে তার বিভিন্নমুখী অভিলাষ থেকে বিরত রাখতে পারলে তাকওয়ার (অর্থাৎ সংযমশীলতা) বুনিয়াদ গড়ে উঠবে। যার ফলে ক্রমাধ্বয়ে মুত্তাকি (আল্লাহভীরু) হয়ে যাবে।

হজরত শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. বলেন, “মানুষ যখন সকালবেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হয় এবং চেতনাশক্তি ফিরে পায়, তখন সে বিভিন্ন জিনিস দেখতে ও শুনতে থাকে। পরবর্তীকালে ওইসকল ব্যাপারে আকাজ্জা ও ভাবনা তৈরি হতে থাকে। পাশাপাশি কাউকে খেতে, পান করতে এবং স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশা করতে দেখে নিজের নফসেরও পানাহারের উৎসাহ-আকাজ্জা জেগে ওঠে এবং সহবাসের স্পৃহা প্রবল হয়। কিন্তু রাতে অধিকাংশ লোক অনেক জিনিসকে দেখে না, শোনে না এবং অন্যকে আনন্দ উপভোগে লিপ্ত হতে দেখে না, অর্থাৎ খায়েশ বৃদ্ধিকারী কার্যকলাপ দৃষ্টির অগোচরে থাকে। এজন্যই রাতকে ঘুমের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেহেতু মানুষ ঘুমের কারণে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে। কিন্তু দিনে যেহেতু বিভিন্ন জিনিস দেখে এবং স্ত্রীলোকদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, সেহেতু নফসের খায়েশ পয়দা হয়, কিন্তু কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় চাহিদা মেটানোর অবকাশ হয় না। রাত হলো অবসর ও নির্জনতার সময়। এজন্যই রাত সহবাসের উপযোগী। অধিকাংশ মানুষের এটা অভ্যাস হয়ে গেছে। নতুবা শরীরের গঠন, অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত, চালচলন, আকর্ষণীয় ভাবভঙ্গি ও সৌন্দর্য দেখে যে সহবাসের আকাজ্জা জেগে ওঠে, তা অধিকাংশ দিনের বেলাতেই হয়ে থাকে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা দিনকেই রোজার জন্য নির্ধারণ করেছেন। যেন নফসকে তার চাহিদা থেকে নিবৃত্ত রাখার অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়। যার ফলে গুনাহ হতে বিরত থাকা, ইবাদত-বন্দেগি ও বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণের শক্তি অর্জন হয়। আর এটাই হলো তাকওয়ার মূল। এ ছাড়া আদত ও ইবাদত অর্থাৎ অভ্যাস ও ইবাদত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। তদ্রূপ যেহেতু রাত হচ্ছে ঘুম ও গাফলতের সময়, তাই তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াত ও মুনাজাতের উত্তম সময় রাতকেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিশেষ করে রমজানে তারাবিহ ও খতমে কুরআনের জন্য রাতকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে; যাতে মনের চাহিদা ও শরিয়তের চাহিদার মধ্যে একটা সংঘাত সৃষ্টি

হয়। সেই সাথে হিন্দুদের মতোও যেন রোজা না হয়। কেননা তারা দিনে ভাত ও রুটি ব্যতীত ফল-মূল ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

‘বরং তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যে রূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর।’ অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া ও স্ত্রী-সহবাস রোজার দিনে তাদের জন্যও সম্পূর্ণরূপে হারাম ছিল। ঠিক তোমাদের জন্যও তা হারাম করা হয়েছে।

হজরত আলি রা. থেকে বর্ণিত আছে, হজরত আদম আ. হতে আজ পর্যন্ত কোনো উম্মতই রোজা ফরজ হওয়া থেকে মুক্ত ছিল না। সুতরাং এটা ধারণা করা উচিত নয় যে, রোজার কষ্ট শুধু আমাদের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এ কষ্ট এজন্যই দেওয়া হয়েছে, ‘যেন তোমরা ধীরে ধীরে মুত্তাকি হয়ে যাও।’ রোজার দ্বারা নফস তার প্রিয় চাহিদা হতে বিরত থাকার যোগ্যতা ও শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। যার ফলে অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ থেকেও বিরত থাকা সম্ভব হয়। অধিকাংশ গুনাহ কামভাব, শক্তি ও ক্রোধের কারণেই হয়ে থাকে। আর এ দু’শক্তি রোজার দ্বারা দুর্বল হয়ে যায়। এতে অবৈধ ও অনুপযুক্ত স্থানে যৌনচাহিদা নিবারণ এবং ক্রোধ প্রয়োগ করার শক্তি থাকে না। এ কারণেই তোমাদের ওপর এই ইবাদত অর্থাৎ রোজা ফরজ করা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ مَعْدُوْدِيْ اর্থাৎ গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। একেবারে কমও নয় একেবারে বেশিও নয়। যদি একেবারে কম হতো, তাহলে যৌন উত্তেজনা ও ক্রোধ নিবারণে তা সহায়ক হতো না, আর যদি অনেক বেশি হতো, তবে বান্দা হুকুম পালন ও অন্যান্য ইবাদত আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়ত। যার ফলে পরহেজগারিতে ত্রুটি এসে যেত। তাই (যা পরহেজগারি অর্জনের উপযোগী) মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে একমাস সময়। এক সপ্তাহ সময় অনেক কম এবং এক বছর সময় অনেক বেশি। অতএব উভয়ের মধ্যবর্তী এক মাস নির্দিষ্ট করাই সমুচিত। গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনের ফলে তিন ধরনের সময়ের উদ্ভব ঘটে; প্রাত্যহিক, মাসিক ও বাৎসরিক। তবে মাসিক আবর্তনটিই হলো মধ্যবর্তী আবর্তন। আরবি প্রসিদ্ধ প্রবাদে বলা হয় ‘মধ্যমপন্থাই উত্তম’ এদিক দিয়েও এক মাস হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

কুরআন পাকের সর্বপ্রথম অবতরণ ‘লাওহে মাহফুজ’ হতে দুনিয়ার আসমানে বাইতুল ইজ্জতে হয়েছিল। ওই আসমানকে ‘ফালাকুল কমার’ অর্থাৎ চন্দ্রাকাশ বলা হয় এবং চন্দ্রের গতি থেকেই মাসিক বিবর্তনের উৎপত্তি। অতএব এই চন্দ্রগতির দিকে লক্ষ করেই চান্দ্রমাসের পূর্ণ একটি মাস রোজার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

যার সাথে কুরআন মাজিদেরও বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তবে আল্লাহ তায়ালাই তার হুকুমের রহস্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। তবু প্রশ্ন জাগে একমাস সময়ও তো অনেক দীর্ঘ এবং কষ্টকর ব্যাপার। কেননা অনেককে রোগ ও সফরের সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে এর জবাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, 'তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এরূপ অসুস্থ হয় যে, রোজা রাখা তার জন্য অতি কষ্টকর বা ক্ষতিকর হয় অথবা শরিয়তসম্মত সফরে থাকে, তবে তার জন্য রমজানে রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে। তাই রমজানের পরিবর্তে অন্য সময় সেই পরিমাণে হিসেব করে কাজ আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব। দ্বিতীয় সহজ হুকুম, যা পরবর্তীকালে রহিত করা হয়েছে। তা ছিল কোনো ব্যক্তি রোজা রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রোজা রাখতে মনে না চাইলে তার জিন্মায় ফিদিয়া হলো, একজন গরিবকে দুই বেলা খানা দেওয়া অথবা ওই পরিমাণ খাদ্য বা তার মূল্য দিয়ে দেওয়া এবং যে ব্যক্তি খুশির সাথে বেশি দান করে, অর্থাৎ বেশি ফিদিয়া দেয়, তাহলে তা ওই ব্যক্তির জন্য অধিকতর উত্তম। যদিও আমি সহজের লক্ষ্যে এসব অবস্থায় রোজা না রাখার অনুমতি দিয়েছি, তবে এ অবস্থাতেও রোজা রাখা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। যদি তোমরা রোজার ফজিলত সম্পর্কে বুঝতে পারো।

মোটকথা, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর শরিয়তে রোজা এভাবে রাখা যেত যে, রোজার দিনে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস হারাম ছিল। হজরত আদম আ. থেকে হজরত ঈসা আ. পর্যন্ত এ নিয়মই প্রচলিত ছিল।

তাফসিরে আহমদি প্রণেতা মাওলানা শেখ আহমদ সাহেব রহ.-এর বর্ণনামতে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় পূর্ণ বছরে শুধু একদিন অর্থাৎ দশই মহররম রোজা ফরজ ছিল। অতঃপর উক্ত ফরজ রহিত হয়ে প্রত্যেক মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখের রোজা ফরজ করা হয়। কিন্তু এতেও অনুমতি ছিল যে, হয় রোজা রাখবে নতুবা রোজা না রেখে ফিদিয়া দেবে অর্থাৎ প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে অর্ধ 'সা, তথা পৌনে দুই সের গম একজন গরিবকে দিয়ে দেবে। তবে রোজা রাখাই উত্তম বলা হয়েছে। وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَهْرَ رَجَبٍ فَاصْبِرُوا لَهُ فَإِنَّ فِيهِ رَجَبًا وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَهْرَ رَجَبٍ فَاصْبِرُوا لَهُ فَإِنَّ فِيهِ رَجَبًا

অর্থাৎ যদি রোজা রাখো তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। পরে এ অনুমতি বাতিল করে দিনের সাথে রাতেরও কিছু অংশে রোজা রাখার নির্দেশ ছিল। ইফতারের পরে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি শুধু নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল। নিদ্রা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় রোজা শুরু হয়ে যেত। এসময় হতে পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। (মানুষ এ হুকুম পালন করতে সক্ষম না হওয়ায়) কিছুদিন পর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় :

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ

‘রোজার রাতসমূহে তোমাদের জন্য তোমাদের বিবিগণের সাথে সহবাস করা হালাল করা হয়েছে।’

এ আয়াত দ্বারা উল্লিখিত হুকুমকে রহিত করে ইফতারের পর হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আহার ইত্যাদি সবকিছুই হালাল করে দেওয়া হয়। শুধু সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার হুকুম নির্ধারিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ ۚ

‘সুবহে সাদিক হতে রাত অবধি রোজা পূর্ণ করো।’^২

রোজার নির্ধারিত সময় প্রত্যেক পয়গাম্বরের জামানায় ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যেমন, শাইখুত তাফসির মাওলানা আহমদ আলি লাহোরি রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ী হজরত আদম আ.-এর ওপর প্রত্যেক মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখের রোজা ফরজ ছিল। হজরত নুহ আ. সর্বদা রোজাদার ছিলেন। হজরত দাউদ আ. একদিন পর একদিন রোজা রাখতেন। ইহুদিদের ওপর আশুরা (১০ই মহররম) ও প্রত্যেক শনিবার ছাড়া আরও কিছুদিনের রোজা ফরজ ছিল। হজরত ঈসা আ. একদিন রোজা রাখতেন ও দুদিন ইফতার করতেন। কিন্তু নাসারাদের ওপর বাস্তবিকপক্ষে রমজানের রোজাই ফরজ ছিল। তবে ঠান্ডা ও গরম যখন বেশিমাত্রা হওয়ায় তাদের কষ্ট হতো, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, বসন্তকালে ত্রিশ রোজার স্থলে পঞ্চাশ রোজা রাখবে। আলুমা আলুসি রহ. বলেন, নাসারাদের ওপর রমজানে ত্রিশ রোজা ফরজ ছিল। পরবর্তীকালে তাদের এক বাদশাহের রোগ হলে রোগমুক্তির জন্য দশটি রোজা নজর (মানত) মানল। দ্বিতীয় এক বাদশাহের রোগ হলে রোগমুক্তির জন্য সাতটি রোজার নজর মানল। অনুরূপ অন্য এক বাদশাহের রোগমুক্তির লক্ষ্যে আরও তিনটি রোজা নজর করা হলো। এতে রোজার সংখ্যা দাঁড়াল পঞ্চাশটি।

মোটকথা, রোজা যে ফরজ তা নতুন কিছু নয়; বরং পূর্বেকার যুগ হতে এর প্রচলন চলে আসছে। শেষপর্যায়ে উম্মতে মুহাম্মাদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যে রোজা ফরজ হয় তা হলো রমজানের রোজা। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ مَن شَهِدَ
مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ②

^২ সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৭

ব্যখ্যা : (যে অল্পসংখ্যক দিনে রোজা রাখার আদেশ রয়েছে সেদিনগুলো হচ্ছে) রমজান মাস, যে মাসে (এমনই বরকত রয়েছে যে, এ মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, অর্থাৎ কদরের রাতে) পবিত্র কুরআন (শাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আসামানে) নাজিল করা হয়েছে। (উল্লেখ্য যে, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ওপর নাজিলকৃত সহিফাসমূহ রমজানের প্রথম রাতে এবং পবিত্র তাওরাতগ্রন্থ রমজানের ষষ্ঠ রাতে এবং পবিত্র জাবুরগ্রন্থ রমজানের আঠারোতম রাতে নাজিল হয়েছে।) (যে কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে,) মানুষের জন্য হেদায়েতস্বরূপ এবং (দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, হেদায়েতের পথ ও পন্থা বাতলে দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের প্রতিটি অংশ) সুস্পষ্ট প্রমাণ। (এই উভয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন সেসকল আসমানি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, যা উপরিউক্ত দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অর্থাৎ হেদায়েতের মাধ্যমে এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়ার কারণে হক এবং বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী।) সুতরাং যে ব্যক্তি এ মাস পাবে তাকে অবশ্যই রোজা রাখতে হবে। তবে যে ব্যক্তি এমন পীড়িত যে, রোজা রাখা তার জন্য খুবই কষ্টকর অথবা ক্ষতিকর হয় অথবা শরিয়তসম্মত সফরে থাকে, তাহলে তার জন্য রমজানের রোজা না রাখার অনুমতি আছে। তবে অন্য মাসে সেই পরিমাণ রোজা রাখা তার ওপর ওয়াজিব। আল্লাহপাক তোমাদের সাথে শরিয়তের বিধানসমূহ সহজ করতে চান এবং বিধি-বিধান প্রণয়নে কঠোর হন না। এ হুকুম (অর্থাৎ কোনো অসুবিধার কারণে রোজা রাখতে না পারলে অন্য সময় এর কাজা করার অনুমতি) এজন্যই প্রদান করেছে, যেন তোমরা আদায় বা কাজার নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করতে পারো। (যাতে সওয়াবে কোনো কমতি না হয়) এবং কাজা করার ব্যবস্থা এজন্যই দিয়েছি, যাতে তোমরা আল্লাহর প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো। কেননা তোমাদেরকে এরকম এক পদ্ধতি বর্ণনা করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা রমজানের বরকতসমূহ হতে বঞ্চিত না থাকো। এবং ওজরবশত রমজান মাসে রোজা না রাখার অনুমতি এজন্য দিয়েছি, যেন তোমরা এ সহজসাধ্য নেয়ামতের ওপর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। অন্য সময় কাজা করার অনুমতি না থাকলে নিতান্ত কষ্টকর ব্যাপার হতো।^৩

^৩ ভাবসংক্ষেপ-বায়ানুল কুরআন



পবিত্র রমজান মাসে রোজা ও তারাবিহর ফজিলত

উপরিউক্ত আয়াত শরিফ থেকে রোজা ফরজ হওয়া ও রমজান মাসের ফজিলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হলো। যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সরদারে দোজাহান নবীয়ে আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

আল্লাহ তায়ালা রমজানের রোজাকে ফরজ করেছেন এবং আমি রমজানে রাত্রিজাগরণকে (তারাবিহ ও তেলাওয়াতে কুরআনের জন্য আল্লাহর হুকুমে) তোমাদের জন্য সনাত করেছি (যা মুয়াক্কাদা হওয়ার কারণে পালন করা আবশ্যিক)। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখে এবং রাত্রি জাগরণ করে, সে ব্যক্তি ওই দিনের ন্যায় পাপমুক্ত হয়ে যাবে যেদিন তাকে তার মাতা জন্ম দিয়েছিলেন।^৪

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ.

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘রোজা এবং কুরআন মাজিদ উভয়ই বান্দার সুপারিশকারী অর্থাৎ গুনাহ মারফের সুপারিশ করবে, রোজা বলবে হে পরওয়ারদিগার! আমি দিনের বেলায় তাকে আহার-পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত রেখেছি, সুতরাং তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন শরিফ বলবে, আমি তাকে রাতে পূর্ণভাবে ঘুমাতে দিইনি, সুতরাং

^৪ নাসায়ি শরিফ : ১/৩০৮